বিগত
রাইফেলের
প্রতি সমবেদনা
মাসুদ
রাইয়ান

ঘটনার বয়ানসূত্র থেকে আলো ছড়ানো একটা কথামুখ দেখতে পাচ্ছি। নদীফলে ভেসে যাচ্ছে তীর, ঘনবুনটের জাল ভরে উঠছে ব্যর্থমাছে। গানবাহী শামুকপুত্র চিনে নেবে মহাকাল, পৃথিবীর ছায়া। নিবিড় দৃশ্যের মিউজিয়ামে দাঁড়িয়ে তবু একজন কবি, একা; তোমাপৃষ্ঠের নিচে প্রাণপ্রবাহের উপর একই সমতলে ভাসমান অবস্থায় রয়েছে। গ্যালনসম বিষাদ শুধু বেরিয়ে আসে কলমের ডগা দিয়ে। একবার বিষাদ লিখে আমি কলমের নিব ভেঙে ফেলি। পূর্বনির্মিত পশমী জঙ্গল থেকে কাগুজে শরীরে শাদায় লেপ্টে যায় দীর্ঘ হতাশার মতো ম্লাণ উপাখ্যান। কী করে নির্মিত হয় কবিতাগাছের ফল; মানুষের কাছে আজ অব্দি সে সব অমিমাংসিত বিস্ময়!

প্রচ্ছদ : রাজীব দত্ত

পণ্যমুখি শিল্পের বিপরীত উদ্যোগ

বিগত রাইফেলের প্রতি সমবেদনা

সাম্য রাইয়ান

পণ্যমুখি শিল্পের বিপরীত উদ্যোগ

বাঙ্ময় প্রকাশনা ৮
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি, ২০১৬

প্রচ্ছদ : রাজীব দত্ত

শব্দবিন্যাস : নান্দনিক, কুড়িগ্রাম
প্রকাশক : **রাশেদুন্নবী সবুজ, বাঙ্ময় প্রকাশনা**, বাংলাদেশ
০১৭৮৩ ১১ ৬২ ৬০, sammoraian@gmail.com

বিনিময় : ৫০ টাকা

Bigoto Rifler Proti Samobedona (A Collection of Poems) by Sammo Raian, Published by Rashedunnabi Sobuj, **BANGMOY** : (An off beat publishing house), Kurigram, Bangladesh. First Edition : February, 2016. Price : Taka 50
Excimer blog : www.sammoraian.wordpress.com

উৎসর্গ

রাশেদুন্নবী সবুজ

একজন মানুষ

বিশেষ কৃতজ্ঞতা

তাথৈ
বৃতি হক
ভাগ্যধন বড়ুয়া
কুশল ইশতিয়াক

কবিতাক্রম

মহাকোলাহল ০৭
এই হেমন্তে ০৮
মেশিন ০৯
শিশিরবিন্দু প্রবাহ ১০
বন্ধুর প্রতি ১১
নিজস্ব জানালা ১২
উদ্ভট চিন্তারাশি ১৩
নিঃসঙ্গ ১৪
বৃষ্টিগন্ধা ১৫
উজ্জয়িনীকে ১৬
চিত্রল আকাশ ১৭
অন্ধকাল ১৮
শাদা প্রজাপতি ১৯
দৃশ্যের মিউজিয়াম ২০
দৌড় ২১
আশ্চর্য যাপন ২২
হাওয়াই জাহাজ ২৩
ল্যাম্পপোস্ট বন ২৪
বিনোদিনী ফুল ২৫
নীরবতা ২৬
রূপমকে ২৭
আর কে রোডের কবিতা ২৯
হাঁটাবাবা ৩০
পৃথিবী সিরিজ ৩১
পাগল হওয়ার সহজ উপায় ৩৪
হরিণীর নাভি ৩৫
চায়ের পেয়ালা ও ... ৩৬
ম্যাজিকবক্স থেকে ৩৭
শাদাকথা ৩৮
যাপনকাল ৩৯

সময়ের ট্রেন থেকে খসে গ্যাছে কয়েকটি মুহূর্ত।
আমিও আটকে আছি জানালার গ্রীলে।
বাতাসের ঝাপটা তুমুল বইছে ভেবে
আঁতকে উঠছি ক্রমাগত।
কী যে ভালো হতো
যদি
একটি প্রজাপতি
আমায় ভাসিয়ে নিতো!

মহাকোলাহল

পূর্বরাতের ভয়াবহ মৃত্যুভাবনা পকেটে নিয়ে ঘুরছিলাম রাতে। দেখি, মানুষের কতো বিচিত্র জীবন; সানাই বাজাচ্ছে বিয়ের। বলুন তো, জীবনের ফলাফল কী? টোপর পরে বন্ধুদের সাথে একটা ছেলে হাসছে। টোপর পরে বন্ধুদের সাথে একটা মেয়ে কাঁদছে। বৃক্ষহীনতার ফলাফল জানা আছে আপনার? আমি মাতাল হলেই যতো দোষ! এতোগুলো কাগজের পিঠে চেপে বসেছি তো বাড়ি যাবো বলেই। আমি কি তুচ্ছ ফড়িঙ? কোথাও কোনো অন্ধকার নেই কেন এতো রাতেও বুঝি না কী যে হলো মানুষগুলোর। পথে পথে পথঘাটে কোনো তীব্র নারীগাছ নেই কেন? আমার খুব দৌড়াতে ইচ্ছে করে। মাথায় ইতোমধ্যে দৌড় শুরু হয়েছে, শিরা-উপশিরা পাগল হয়ে যাচ্ছে; আমি স্থির হচ্ছি; এভরিওয়ান ইজ আ ক্রিমিন্যাল! কতো বৈধ অবৈধ প্যাকেট-বোতল শূন্য থেকে ভেসে শূন্যে চলে যাচ্ছে। আমার যেন কাকে ডাকতে ইচ্ছে করছে গোপনে। মুঠোভর্তি তেঁতুল আর নুন নিয়ে আমার যেন কোথায় যেতে ইচ্ছে করছে! কেন আমার আবার জন্ম হলো পৃথিবীতে, কেউ কি জানে? তোমার বাড়ি তো বহুদূর– তবে আপেলের ঘ্রাণ ভেসে আসছে কোত্থেকে? তুমি কি আমার পাশে – আছো – কাছাকাছি কোথাও, বৃষ্টির আড়ালে। এই দিন তো পুরোটাই উষ্ণ ছিলো আজ, কেন এভাবে বৃষ্টি এলো?

এই হেমন্তে

উঠোনের সমস্ত ব্যর্থতা খুবলে আনা হৃৎপিন্ডের
মতো প্রকাশ করা দরকার আজ। উনুনের গভীরতম
ক্যানভাস থেকে বের করে আনা দরকার সমস্ত অমুদ্রিত
জলের ইতিহাস। ডুবন্ত চাঁদের যাত্রী কীভাবে,
সেইসব তীব্র বিরল ছবি অলক্ষ্যে রোদের বাগানে
ফুটাতে দিয়ে কোনোদিন, সূর্যবেলায় খুব নির্ভার হবো।

মেশিন

আবার প্রথম থেকে, নতুন করে লিখছি পুরোটা
বিগত সময়ের কর্মকে কেটেকুটে, ব্যাপক
কাটাকাটি হলেও নতুনে রয়েছে ছাপ, পুরানের

চিহ্নিত হচ্ছে ধীরে, না-লেখা কলম, তেলের কাগজ
তা-হোক, তবু আবিষ্কৃত হোক প্রকৃত যাপন...

আদিম শ্রমিক আমি; মেশিন চালাই।
মেশিনে লুকানো আছে পুঁজির জিন
চালাতে চালাতে দেখি আমিই মেশিন।

শিশিরবিন্দু প্রবাহ

শিশিরবিন্দু প্রবাহের ধ্বনিজালে আটকা পড়েছি গার্ড;
উদ্ধারমন্ত্র জানো? খসে যাওয়া নক্ষত্রের ঢেউয়ের
প্রতিচ্ছবি আজ নিষ্পত্র ঝর্ণার বেগে – ক্রমান্বয়ে
দুয়ারে দাঁড়িয়েছে। বিরল রূপের তুমি সুদূর পল্লবিত
চূড়ান্ত শাখার চন্দনে, চুম্বনে। কবিও তেমনি
লাজুক স্বভাব। ধরলা – শূন্য আকাশের মতো
কবিকে নির্ভার রাখো। পৃথিবীব্যাপি আকাশ-বৃক্ষ
অনন্ত কাল ব্যাপ্ত থাকুক নিরাবরণ শূন্যতায়।

বন্ধুর প্রতি

(শাওন সরকার, বন্ধু আমার)

জলের বাসরে ওরাসব নদীর বয়েসী
রৌদ্রসমুজ্জ্বল গুঞ্জনের মতো; মায়াময়
যাত্রার পথে – মাথার ওপরে আকাশ
এই সাক্ষ্য এতো উদ্ভট যেন
আমি তার গোপন প্রণয়ী । গোধূলীনির্ভর
জলজ সরোবর – গৃহত্যাগি বন্ধুকে বলি,
জীর্ণ খামারের পাশে
টমেটো বাগানের ঘ্রাণ পাওয়া গেলে
মৃত প্রেমিকার হাহাকার লুকানো
একটা ঘাসফড়িং থেকে
শুধু অপাঠ্য ধারণাপত্র জন্ম নিতে পারে!

নিজস্ব জানালা

নিজস্ব জানালায় আকাশের প্রতি আমার বিশেষ
কিছু নিবেদন আছে। বারবার একামেয়ে কেমন
নির্লিপ্তভাবে দেখুন মওদুদের গানের মধ্যে ঢুকে
পড়ছে! কনডেম সেলে জিরাফের ফসিল পাওয়া
গেছে। নদীমাতৃক ইলাস্ট্রেশানের আড়ালে লুকিয়ে
পড়ছে আস্ত মাতাল। ওর একটা বিজ্ঞাপিত মাথা
আছে সাথে; ব্যথা নেই কোনো! জলের স্মৃতিকথা
লিখেছে আধোলীন – এক সে কমলাবতী; উন্মাদ
তবুও বিদায় হলো, নিষ্করুণ, অনাদি রৌদ্রে তাপে!

উদ্ভট চিন্তারাশি

বহুদূর মাঠ পেরিয়ে মেয়েটা জ্বলন্ত
মোমবাতি হয়ে যায়। আমার মাথায়
যতো স্তূপকৃত উদ্ভট চিন্তারাশির ফেনা
বুদবুদ হয়ে ভেসে থাকে সোনালী
জলের ভেতর। উজ্জ্বল লহমার মতো
অস্পষ্ট কথাবাগান পড়ে থাকে;
দেবদারু হয়ে যায়।
গোলাপী গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসা
শিমফুলগুলো হৃৎপিন্ডে ঝর্ণার মতো বয়ে যায়।

দুই

কোমরে গুঁজেছ ফুল, সে-ই তো সুন্দর
ধারালো সুঁইয়ের আড়ালে বুঝি প্রাসঙ্গিক
মহিনীর নির্জলা হাসি! অমরাবতী কাবিনের
কাটা তার হয়ে ওই বিঁধেছে বাতাসে শূন্যে।
ঘোলারঙ জলজ প্রসঙ্গে উথলিয়ে আসে
দ্বি মতো ব্যাসার্ধে। নবীণ কিশোরের কাছে
জমা রাখা বিস্কুটের বহর তো কবিতা বানিয়ে
নিচ্ছে! বাদামি কোলাজে ভর্তি হচ্ছে গ্রাম।

নিঃসঙ্গ

নিঃসঙ্গ জলপাইক্ষেতে শুয়ে আছে নিস্তরঙ্গ শৃগাল
দূরান্তে বাতিঘর কেঁপে ওঠে জীবন্ত কম্পনে
মিশে যাওয়া নীল থেকে ভেসে আসে সবুজের গান।
আগুনের কাছে জমেছে অগুনতি ক্রোধের বসন্ত
প্রমিতমেজাজি হলে বিরোধমুখর
অসমাপ্ত বুনন ছেড়ে তীরের কাছে
চলে যাবে অপ্রাসঙ্গিক প্রাণীদল।
শিউলী ফুলের মতো উবে যাবে অস্ফুট
স্বরের মানুষ; প্রশ্নহীন ভুল বানানে
রচিত হবে একেকটি রাত।

বৃষ্টিগন্ধা

হাতের তালুতে সহজ বেদনা লিখি;
লিখে রাখি ভারাক্রান্ত মন। সত্য শ্রী
জেনেও কেউ তো মুখ লুকিয়ে বাড়ি ফেরে,
যারা শুকনো বৃক্ষের মতো নির্বিকার
নির্লিপ্ত হাতঘড়ি। কোথায় জন্ম নিচ্ছে প্রতিদিন
অস্ফুট কণ্ঠস্বর! কাছে আছি। যতো হয়।
অনেক ছোবল লুকিয়ে হাতের তালুতে রেখে
হাসিমুখ এঁকে হেটে যাই বৃষ্টিগন্ধা ঠিকানায়!

উজ্জয়িনীকে

তামাক ফুলের দেশ – রসুনের বন
ক্লান্ত কুটোপণ্যের পসরা অথবা
নবীন মৃত্যুগন্ধা বিছানায়; কোথাও
থেকোনা লীন। এমনই কতোদিন
নদীফলের দেশে কতো মেয়ে ঢেউয়ের
চূঁড়ায় ভেসে – চলে গেছে দূর-তেপান্তর।
তোমারই মতো তারা ঘুমের ভেতরে নেমে এসেছিলো
বেড়ালের ডানা থেকে রূপোলী রাত্রিতে।
অচেনা ডাকাতেরা লুট করে গেছে
আমাদের
অগণিত
গোলাপী পাপড়ির মতো ভোর।
সেইসব বেদনা ফোটার দিনে একটা দূরাগত
প্রতীককে সঙ্গীতে রূপ দিতে দিতেই
অনাহুত দিনগুলো পেরিয়ে যাচ্ছে!

চিত্রল আকাশ

ধাবন্ত চিহ্ন ভালোবেসে একদিন
ভুল করে পালিয়ে যাবো তুচ্ছ অযুহাতে
আবার ঘুমিয়ে কাটাবো সমগ্র বিকেল।
উৎপীড়নের ভাবনা নেই
আকাশ একটা চিত্রকল্প স্রেফ
আর কিছু নয়, কিচ্ছু না।

কী ক'রে নির্মিত হয় চিত্রল আকাশ
মানুষের কাছে আজ অব্দি সে এক
অমিমাংসিত বিস্ময়।

অন্ধকাল

বেরিয়ে আসতে পারো শামুকী
খোলস ছেড়ে দেখতে পারো
পুরোটা আঁধার – কতোটা জটিল
জ্বালানীবিহীন কী নির্মম এই অন্ধকাল!
আকাশে মেঘ নেই, তবু
পৃথিবীজুড়ে অন্ধকার
নিবিড় অন্ধকার!

শাদা প্রজাপতি

এইখানে আমি একা, নিঃসঙ্গ পরিব্রাজক।
তারপরও সে আছে এখানেই
মাড়াইকৃত চালের মতো শুভ্র শরীর নিয়ে
এখানেই কোথাও সে রয়ে গেছে
অপ্রকাশিত প্রজাপতি হয়ে।
শাদা প্রজাপতি এক জীবন্ত এরোপ্লেন।
হাত বাড়ালেই তার উন্মাতাল গান
উঠে আসে হাতে কান্নার সুর।

দৃশ্যের মিউজিয়াম

জীবনকে মনে হয় ছায়াশীতল মিউজিয়াম।
তুমি কি ধ্বংসমতো কারাগারের রক্ষী?
একদিন শাশ্বত হয়ে যাবে
সবকিছু, অযাচিত ভোররাত; ফুটন্ত আগুন।
তীব্র কবিতার মতো নিশাচর পতিতাদের
হাস্যজ্জ্বল কথাবার্তা; এ ওর গায়ে ঢলে
পড়া ঝিনুকের কণা, মিউজিয়ামে জমা
হয় এইসব অগুনতি দৃশ্য।

দৌড়

দৌড়ে গেলে 'দৌড়'
ভায়োলিনঅলা পাখিটিও স্থির থাকে না!
ডানামেলা জানালা থেকে উপচে পড়ে
নাচের মুদ্রা; উজ্জ্বল ঘাসফড়িঙের মতো
বিচিত্র রঙের ফোটা – জেগে ওঠে শরীরজুড়ে, আহত
মাছেরা উপেক্ষা ক'রে বেদনার ছায়া
ডানামেলে ভাসে অপর ডানার দিকে ।
ছেঁড়াপাতা উড়ে যায় পুরনো
গ্রন্থ থেকে; শিউলী ফুলের মতো
উবে যায় অস্ফুট স্বরের মানুষ;
ভুল বানানে রচিত হয় একেকটি রাত!
হাস্যজ্জ্বল মাছেদের যৌবনজুড়ে তবু
আমাকে নিয়ে কোনো স্মৃতিকথা নাই!

আশ্চর্য যাপন

কেন নেমে আসে চিৎপটাঙ
নিস্তরঙ্গ ঢেউটিন থেকে মৃদুমন্দ কম্পনে!
কেন ঝরে যায় খেয়াঘাটে ফোটা
শাদা অন্ধকার! জোনাকীরা আলো দিয়ে
বিগলিত মন নিয়ে চলে যায় ।
প্রাণের আতঙ্কে প্রাণ
ছুটে পালায়; যায়
ধরাছোঁয়ার বাইরে ।

হাওয়াই জাহাজ

একদল আত্মহত্যাপ্রবণ কৈ মাছকে
তীর থেকে ডেকে স্বপ্নমাখা শাদাকালো
ফুটবল উপহার দিলাম।
হাওয়াই জাহাজ থেকে নেমে এলো
প্রজননমুখ কিশোরী হামিংবার্ড।
আমিও উচ্ছন্নে গেলাম
চাওয়া – না চাওয়ার ঊর্ধ্বে।

ল্যাম্পপোস্ট বন

করতলে তাক করা মৃত্যু এখানে রৌদ্রোজ্জ্বল প্রতীক্ষায়
জীবনের নিবিড় ঘনবসতিতে জীবন নিয়তই জীবন হারায়
ল্যাম্পপোস্ট বনে ছড়িয়ে পড়েছে অবৈধ প্রেতাত্মা।
ক্লান্ত জলেরা গম্ভীরভাবে ঝরছে
আহত হরিণ ঘুরঘুর করছে চারপাশে
মৃত্যুকে পিঠে চাপিয়ে ফুলঝুরি বানাচ্ছে বাঘিনী
সাইরেন বাজিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে পুলিশ;
দরকার আছে তবু লাইটার নাই।

বিনোদিনী ফুল

জড়তার ব্যারিকেড ডিঙিয়ে ঢেউয়ের মতো এগুতে
বেশ ঝাঁকুনি লেগেছে কৈ মাছের।
শস্যের ফেলনা খোসার মতো মৃত প্রজাপতি
শুকিয়ে পড়েছে নিরীহ গমক্ষেতে।
ভাট ফুলের মতো বাঙ্ময়, চোখ খুলে গ্যাছে
ফুলে গ্যাছে শেতাঙ্গ ডলফিনের ভ্রু।

শুধু ফলই নয়
আশ্চর্য পপিগাছ থেকে জন্ম নিয়েছে
একটা বিনোদিনী, ফুল!

নীরবতা

আগুনমুখা জীবন থেকে বেরিয়ে এলে
অফুরন্ত ভাবের কুন্ডলী
সেতুর সিঁথিতে গজিয়ে ওঠা টিকটিকি
দেখে আমারও ভীষণ ভয় লাগে!
তুমুল কোলাহলে কানে হাত চেপে
ভেতরে তাকিয়ে দেখি কবরের মতো
সুনসান; মৃত বিহঙ্গ তাকিয়ে আছে।
জলের গতিতে কাটিয়ে গেল এম্বুলেন্স
সাইরেন থেমে গেলে পাখিরা ভাবতেই পারে
নীরবতা এক অতিমানবিক অস্ত্র বটে।

রূপমকে

উৎসর্গ: সুবোধ সরকার

ওর জন্য আমার মায়া হয়
ওকে দেখলে আমার অজান্তেই
মুখ থেকে বেরিয়ে আসে
মুহুর্মুহু শান্তনাবাণী ।
ব্যাস, এ পর্যন্তই; এর বেশি
আর কিছু চাইবেন না প্লিজ ।
ওকে তো আর চাকরী দিতে পারবো না!
জানি রূপম এমএ পাশ ।
চাকরী জোটাতে না পেলেও
একটা প্রেমিকা জুটিয়েছিল ছেলেটা ।
একটা চাকুরী ওর খুব দরকার ছিল
কিন্তু কী করি বলুন তো!
আজকাল চাকরীর যা বাজার
তার চেয়ে ছেলেটা মাছ চাষ করতে পারতো
অথবা আমাদের প্রপিতামহের মতো
উর্বর ভূমি কর্ষণ করতো!

এসব করলো না ছেলেটা।
এই বাজারে চাকরী করার চেয়ে
আত্মহত্যা করা অনেক সহজ।
আর মানুষ তো সহজ কাজই করতে চায়।
বাতাসের আগে জ্যাঠা বলেছিলেন আমাকে,
'রূপমকে একটা চাকরী দাও
এমএ পাশ করে বসে আছে ছেলেটা'।
আমি আর সহজ কাজ কোত্থেকে দেই বলুন তো!
এই দুর্মূল্যের বাজারে আত্মহত্যার চেয়ে
সহজ কাজ কে-ই বা দিতে পারে?

আর কে রোডের কবিতা

অনুকরণযোগ্য মনে হয়নি কাউকেই, আধুনিক।

মানবিক গভীরতা বাড়ে নাই যদিও
আমি আর নদী তবু হাত ধরাধরি করে
শব্দের আনাগোনা দেখি।

চারপাশে মৃতের আর্তনাদ
আর কে রোড ধরে।
যতোবার বুঝতে চাই – আক্রান্ত মুদ্রা
ছুটে ছুটে যায়–আসে;
আর কে রোড ধরে মনে হয়
বুমেরাঙ।

হাঁটাবাবা

অন্ধকুমারীর বুকে সুডৌল তলোয়ার দেখে
হাঁটাবাবা হেঁটে যায়; দুই দিকে তার
রাবারভর্তি বেদনার বন। সোনালী
চুলের ভেতর পেয়ে গেলে
সুরেলা শহর, হাঁটাবাবা দ্যাখে
মাছি আর মাছে শুধু পাখনাতেই
একঝাঁক তফাৎ!

পৃথিবী সিরিজ

এই অন্ধগুহা থেকে আমি
কী করে বেরোই বলো তো!
মুখবন্দি মাটির কলসের মতো
এই গুহা রাত্রিময়।
সুরচালিত একটা বিমান
কেউ আমার কাছে পাঠাও।

দুই

হাওয়াঘর ছিলো সারিবদ্ধ;
ভুল করে ঢুকে পড়েছি
ভুল কেবিনে। ঘোর কেটে গ্যাছে
'পৃথিবীর গাড়িটা থামাও
আমি নেমে যাবো।'

তিন

পৃথিবীতে প্রবেশের গুহামুখ নিয়ে
বিবিধ অভিক্ষেপ ছিলো বলে
ভয়ার্ত, নেমন্তন্ন করো নি কখনো।
অথচ কতো রায় সেখানে
জীবনবস্ত্রসমেত অবস্থান নিয়েছে!

চার

আপাত মনে হয় কতো কাছাকাছি
নিকটবর্তী এই সবকিছু, পরস্পর।
অথচ উল্টোদূরবীনে রাখো চোখ
কতো পরিষ্কার দ্যাখো
কতো মূর্ত হয়ে ওঠে দূরত্বরেখা!

পাঁচ

অতর্কিত বেজে উঠলে বিকারগ্রস্ত
ভায়োলিন, অপ্রস্তুত নীল ফড়িঙগুলো
চমকে ওঠে চলন্ত ছবি থেকে।
দ্বিধা সংক্রমিত হলে দূরে
অপলক তাকিয়ে থাকে কাঠের হরিণ।

ছয়

বৃত্তছায়া দেখে এগুচ্ছো ক্যানো
ওর পেছনে পৃথিবী নেই তো;
কোথায় ভরবে চাকু, পুরোটাই ব্ল্যাকহোল।
আর আত্মসীমানা ছাড়িয়ে
ও এখন বিকাশোন্মুখ, প্রলয়ঙ্করী..

সাত

সবুজ পাতাবাহারের দিকে তাকাও
ধীরে ধীরে পুড়ে যাও সুন্দরের উত্তাপে।
যখন ভোরের চূর্ণ অবশেষটুকুও
অবশিষ্ট নেই আমাদের জন্য
পবিত্রতার আশ্রয় দেবার।

আট

এখনো কিছু স্মৃতি ছড়ানো ছিটানো
অবহেলে পড়ে আছে পৃথিবীবারান্দায়।
ছাউনির ঠিক নিচেই আমাদের
বিগত জন্মের ভোর ও সন্ধ্যার স্মৃতি
মরামাছের মতো চুপচাপ।

নয়

মাথার সীমানা থেকে অনেক দূরত্বে
উচ্চতায় একটা আকাশ ঝুলছে;
বাতাসে ঝাপটা লেগে মৃদুমন্দ দুলছে।
আমার ব্যক্তিগত পৃথিবীতে কোনো আকাশ
নেই, পুরোটাই শরের আস্তর।

দশ

খোসা ছাড়ালেই বেরিয়ে পড়ে গোলাকার
আস্ত পৃথিবী; পূর্ণবৃক্ষজুড়ে
ছড়িয়ে পড়ে প্রিয় হরিণীর অর্ধমিথ্যা কথামালা।
জরাগ্রস্ত কুয়াশার ফলে কলম-খাতা
হারিয়ে ফেললাম লেপমুড়ি দিতে।
ধুর, অসীম বিরক্তিউৎপাদক হাওয়াকল
আমদানী হলো না বলেই!
শীতকাল ক্যানো এলো ঝিমলি?

এগারো

কিছু শব্দ আমি লুকিয়েছিলাম তোমার
গোপন গুহায়, আমার ব্যক্তিগত পৃথিবীতে।
মৃদু শব্দেরা খুব দূরন্ত হয়েছে
আজকাল, ঘরবাড়ি তছনছ করে।
আমার পৃথিবী হ'লো উল্টোপালক
ভেঙে তছনছ – শ্রী একাকার!

পাগল হওয়ার সহজ উপায়

দুর্গার পায়ের কাছে
আমি চাই আগুনের তুমুল উত্থান।

এর থেকে সহজ গণিতসূত্র শিখিনি এখনো।

ছাইয়ের খেয়াল
বখাট্য সংলাপ।

প্রতিবেশি দাঁড়িয়ে আছেন ডালিমফুল নিয়ে।
যাবো ভেবে
বোতল থেকে বোতলে লাফাতে অ-পার
হয়ে গেছি অঘোষিত মেঘদল।

চোখ খুলতে পারি না; মন ভেঙে
পড়ে আছে বাস্কেটে।

বাস্কেট, বোকা বলের সহোদর।

হরিণীর নাভি

বোবারা তাক করে আছে নিঃসঙ্গ হাসিফল।
জারুল বৃক্ষ জানে
করতলে তপ্ত হচ্ছে বালু
মরহুম সূর্যবতীর চোখে ঘাই হরিণীর নাভি।

পাহাড় থেকে বেরিয়ে আসা সূর্য
ক্ষিপ্ত হলে রোদের তীব্রতা বাড়ে!
নাভির ভেতরে তার লুকায়িত বন
বেলিফুলের ঘ্রাণ, মুখরিত সকালে।

চায়ের পেয়ালা ও ঠোঁটের মধ্যে বিস্তর পিচ্ছিল পথ

দেহপুজারী স্বামির দিকে তাকিয়ে কেটে গ্যাছে কতো কান্নাক্লান্ত নিদ্রাহীন রাত।

এ সবই পুরনো পোশাক, সাজিয়ে রেখেছি নতুনের ছলে
আলমিরা ভরে যায় পোশাকে পোশাকে শুধু, আবরণে

পোশাক মানে আবরণ, লুকিয়ে রাখার, লুকিয়ে থাকার

আমার প্রকৃত শরীরে ঘৃণাস্বরে তাকিয়ে স্মৃতিচিহ্ন এঁকে দিও মন
তবু আমি পোশাক চাই না, পোশাক হলো মিথ্যার আবরণ।

ম্যাজিকবক্স থেকে

সুগঠিত লোহাবাগান থেকে তুলে আনা
চারাগাছের মতো, চড়ুই পাখিটি ভুলতঃ
বুনেছিলো রুমালভর্তি নির্মম কোলাহল।

বিষণ্ন সঙ্গীতের পাশে রেলের পাটাতনে
শ্রান্ত কবিতার মতো নিস্তরঙ্গ ঢেউটিন থেকে
সুরগুলো নেমে আসে মৃদুমন্দ কম্পনে।

সারি সারি, সারিবদ্ধ বেদনার ফলে নিকষ
অন্ধকারে আজ রাতে মৃত্যুরা আসতে
পারে তীব্র নিকটে।

দিনগুলো সব জানি না কেমন যেন!
অপ্রকাশ্য মুখে যারা প্রচার করে নিষ্ফলা কথাবাগান
সেইসব মানুষের মৃত্যুও আমার কাছে প্রত্যাশিত নয়।

প্রিয়বন্ধু নদীফল ছড়িয়ে আছে বিস্মৃত পৃথিবীর বিপুল শূন্যতায়।

শাদাকথা

অদৃশ্য বাতাসে আছে যন্ত্রবিদ্ধ শূন্যতা
অথবা রোদের নিবিড় জালবোনা সময়, উৎসবমুখর;
প্রিয়তম চোখগুলো তাকিয়ে দেখছে তোমাকে
অথবা হতে পারে আমাকেই!

হতাশা একটা গাধা।
সময় বড্ড হিংস্র; এবং বোকাও
আর
আমরা নির্জীব–
রাষ্ট্রের বাদরখেলা দেখি!

যাপনকাল

প্রচুর শব্দের অপচয়
অনর্গল বাক্যব্যয়, হয়েছে
হুলস্থুল সব এলোমেলো;
আক্রমণাত্মক শব্দ
বেরিয়েছে ইলেকট্রিক ইঞ্জিনের ফলা বেয়ে
আর যতো যানজট তৈরি হয়েছে
মগজময়; মৃত্যুমুখি–
পৃথিবীর স্বপ্নান্ধ মানবদল।
মঞ্চে মঞ্চে শুধু শুয়োরের পাল
আমাদের মুখে তখন অসমাপ্ত বমি
শ্রবণে শ্রবণে তারা কেঁপে ওঠে ধীরে
শব্দ, ব্রহ্ম, মুক্তি; আর তার এলোমেলো
মগজের টুকরা ছিটকে
ছড়িয়ে পড়ে আমাদের মগজময়।

লেখকের অন্যান্য বই

প্রকাশিত :

সুবিমল মিশ্র প্রসঙ্গে কতিপয় নোট *(গদ্য, ২০১৫, বাঙ্ময় প্রকাশনা)*

যন্ত্রস্থ :

লিখিত রাত্রি *(পঞ্চান্ন খন্ডে সিরিজ কবিতা, ২০১৬, বাঙ্ময় প্রকাশনা)*

প্রকাশিতব্য কবিতাবই :

বাইসাইকেলের স্মৃতি

বোধিদ্রুম